বিআইডব্লিটিএ'র বার্ষিক প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যাঃ ০১**
প্রতিবেদনাধীন বছরঃ ২০২০-২১ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ ৩০-০৬-২১**

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ (সরাসরি নিয়োগ)	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
বিআইডব্লিউটিএ (মোট পদ সংখ্যা)	৪,৬৭০	৪,০৮৫	৫৮৫	--	
মোট	**৪,৬৭০**	**৪,০৮৫**	**৫৮৫**	**--**	**--**

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৪০	১৮	১৩৮	৩৮৯	৫৮৫

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয়।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ প্রযোজ্য নয়।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্যঃ প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
-	-

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১	৩৯	৭০	০১	০২	০৩	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান /চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন				৭০ দিন	৪৯ টি পরিদর্শন
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ				১৭ দিন	০৭ টি পরিদর্শন

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) নাই

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	সংস্থা প্রধান/ চেয়ারম্যান	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
				-	

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে ।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ প্রযোজ্য নয় ।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বিআইডব্লিউটিএ	১৯৯	৪৫৪.৩৭	-	০৪	৩.৬১	১৯৫	৪৫০.৭৬
সর্বমোট		১৯৯	৪৫৪.৩৭	-	০৪	৩.৬১	১৯৫	৪৫০.৭৬

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকাঃ প্রযোজ্য নয় ।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
ক) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অনিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা =২০ খ) ১ লা জুলাই ২০২০ ইং হতে ৩০ শে জুন ২০২১ ইং পর্যন্ত মামলার সংখ্যা=২৪ সর্বমোট মামলার সংখ্যা=৪৪ টি	০২ টি	১৭ টি	০৭ টি	২৬ টি	১৮ টি

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
০৫	১৬৩	২৬	১৯৪	৪১

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৩৬	৭৮৯

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা ।

(বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কর্মচারীদের ৫০ (পঞ্চাশ) জনঘন্টা ইন-হাউজ এবং অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে)

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা (প্রযোজ্য নয়)

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? (প্রযোজ্য নয়)

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা (প্রযোজ্য নয়)

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
০৬	১৮

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৯০ টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	৪২০ জন	১৩০ জন

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ
(অর্থ বিভাগের জন্য) প্রযোজ্য নয়

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০২০-২১		২০১৯-২০		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট (প্রযোজ্য নয়)

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা (প্রযোজ্য নয়)

- বাঅনৌপক ভাসমান ডকের হালনাগাদকৃত নীতিমালা ও মেরামতের রেট সিডিউল-২০২১ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি
(প্রযোজ্য এবং বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত)

দপ্তরের নামঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

দপ্তরের ঠিকানাঃ বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ওয়েবসাইটঃ www.biwta.gov.bd
ই-মেইলঃ info@biwta.gov.bd
মোবাইলঃ ০১৯৬৮-৩৯০০০৫
টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৫৬১৫১-৫৫
ফ্যাক্সঃ ৯৫৫১০৭২

দপ্তরের পরিচিতিঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীণ প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮ সনের ১৮ নভেম্বর বিআইডব্লিউটিএ'র কাজ শুরু হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ), একজন সদস্য (প্রকৌশল) এবং একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়রম্যান হচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

ভিশনঃ সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা।

মিশনঃ নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কার্যাবলী (Function)

১) নৌ-পথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন-বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন;

২) নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশনা, পাইলটেজ সুবিধা প্রদান এবং নদী বন্দরসমূহে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন;

৩) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশে মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, চ্যানেল ও খাল খনন ;

৪) অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং নদী বন্দর ও ঘাটসমূহে টার্মিনাল সুবিধাদি (পিলার, জেটি, অবতরণ স্থান, ঘাট, ডক, কি (Quay), মুরিং (mooring) ওয়ার্ফ (wharf), টার্মিনাল, নোঙর (anchorage), পিয়ার, বার্থ (birth) বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা) প্রদান;

৫) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত/দুর্ঘটনাকবলিত নৌ-যান উদ্ধারসহ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপ ও ভাড়া নির্ধারণ;

৬) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৭) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের সময়সূচী অনুমোদন, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপকরন এবং ভাড়া নির্ধারণ;

৮) সরকারের স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচল।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি ও নিরাপদ পণ্য পরিবহন নিশ্চিতকরণ।
- ঘাট/পয়েন্ট ইজারা
- কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি।
- কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের তথ্যাদি
- কঞ্জারভেন্সী ফি গ্রহণ
- ঠিকাদার নিবন্ধীকরণ ও নবায়ন
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পণ্য সরবরাহের জন্য নতুন তালিকাভুক্তিকরণ ও নবায়ন।
- জোয়ার-ভাটার উপাত্ত সরবরাহ, হাইড্রোগ্রাফিক ম্যাপ/চার্ট জোয়ার-ভাটা বই ও অন্যান্য প্রকাশনা সরবরাহ এবং তৃতীয় পক্ষের জরিপ কাজ সম্পন্নকরণ।
- PIWT & T এর আওতায় প্রতিষ্ঠানিক তালিকাভুক্তি।
- নৌ-যানের ভয়েজের অনুমতি।
- ভয়েজের মেয়াদ বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ের অনুমতি।
- নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান (ব্রীজ, বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণ/কেবল/পাইপ লাইন)।
- পণ্যবাহী নৌ-যানের ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামালের তথ্যাদি/পরিসংখ্যান সরবরাহ।
- পাইলটেজ সার্ভিস।
- জাহাজ ও পন্টুন ভাড়া।
- নিমজ্জিত জাহাজ ও অন্যান্য জলযান উদ্ধার।
- নৌ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
- বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রেরণ।
- মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নমিনী, পোষ্যদের বেনাভোলেন্ড ফান্ড, অনুদান অর্থ পরিশোধ এবং কর্মচারীদের হিতৈষী তহবিল পরিচালনা ইত্যাদি
- পেনশন ভাতা, চুড়ান্ত পাওনা/আনুতোষিক, সিপিএফ, বেনাভোলেন্ড ফান্ড ইত্যাদি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের জনবল সংশ্লিষ্ট তথ্য (জুন, ২০২১)

শ্রেনী/গ্রেড	অনুমোদিত পদেরসংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী (গ্রেড-০২-০৯)	৩৪২	৩০২	৪০
২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	৩০০	২৮২	১৮
৩য় শ্রেণী (গ্রেড-০৯, ১০, ১১-১৬)	১৬৮৬	১৫৪৮	১৩৮
৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৭-২০)	২৩৪২	১৯৫৩	৩৮৯
মোট=	৪৬৭০	৪০৮৫	৫৮৫

২০২০-২১ অর্থ বছরে বিআইডব্লিউটিএ'র উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

বিআইডব্লিউটিএ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিআইডব্লিউটিএ'র মূল লক্ষ্য সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ । নৌরুটকে সার্বক্ষণিক সচল, নিরাপদ ও জনবান্ধব রাখাসহ নৌপরিবহন সেক্টরের চলমান উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নে বিআইডব্লিউটিএ বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে এবং সরকারের স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে।

বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক কাজের মধ্যে নৌরুট খনন, এসকল রুটে নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন, নৌরুটের বিভিন্ন স্থানে নৌবন্দর/ল্যান্ডিংস্টেশন/ঘাট-পয়েন্ট ব্যবস্থাপনা, নৌরুটে যে কোন ধরনের বাধা অপসারণ ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা, নৌরুটের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করা, জোয়ার-ভাটার তথ্যাদি প্রদান, নৌযানের সময়সূচী অনুমোদন, যাত্রী ও মালামালের ভাড়া নির্ধারণ, সার্বক্ষণিক মনিটরিং, নৌপথে উদ্ধারকার্য পরিচালনা, নৌযানের পাইলটেজ সেবা প্রদান, ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

গত ০১ বছরে বিআইডব্লিউটিএ'র অর্জন খুব কম নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৬-০৫-২০২১ তারিখ গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বিআইডব্লিউটিএ'র ২০টি কাটার সাকশন ড্রেজার, ৮৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, ০১ টি প্রশিক্ষণ জাহাজ 'টিএস ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী (দাদা ভাই)', ০১ টি বিশেষ পরিদর্শন জাহাজ 'পরিদর্শী' এবং ০১ টি নবনির্মিত ড্রেজার বেইজ (নারায়ণগঞ্জ) শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ০৬-০৫-২০২১ খ্রিঃ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বিআইডব্লিউটিএ'র ২০টি কাটার সাকশন ড্রেজার, ৮৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, ০১ টি প্রশিক্ষণ জাহাজ 'টিএস ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী (দাদা ভাই)', ০১ টি বিশেষ পরিদর্শন জাহাজ 'পরিদর্শী', ০১ টি নবনির্মিত ড্রেজার বেইজ (নারায়ণগঞ্জ) শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ০৮ জুন ২০২১ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটির (একনেক) সভায় চিলমারী নদী বন্দর নির্মাণ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এম.পি. মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গত ২০ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) বিদ্যমান ড্রেজারসমূহের ড্রেজিং কার্যক্রম (ড্রেজিং এর পরিমাণ, সময় ও স্থান) মনিটরিং করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে 'রিয়েল টাইম ড্রেজ মনিটরিং সিস্টেম' চালু করা হয়েছে যার ফলে ড্রেজিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ করে পানির নিচে কি করা হচ্ছে, কতটুকু ড্রেজিং হচ্ছে সে বিষয়গুলোর স্বচ্ছতা প্রকাশ পাবে। ঘন্টা, দিন, প্রশস্থতা, গভীরতা ও এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ি ড্রেজিং হচ্ছে কিনা তা সহজে জানা যাবে। ড্রেজারের বিলিং সিস্টেম আরো সহজ হবে।

করোনাকালীন শুরু হতে অদ্যাবধি নৌপথে পণ্যবাহী নৌযান চলাচল সচল রাখা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র আওতাধীন সকল নদী বন্দর এবং প্রধান অফিস সীমিত জনবলের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক খোলা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণ যে কোন জরুরী প্রয়োজনে ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগের নিমিত্তে বিআইডব্লিউটিএ'র হট লাইন নম্বরঃ ১৬১১৩ খোলা হয়েছে। করোনা ভাইরাস (COVID-19) বিস্তার রোধ ও পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে লঞ্চের প্রত্যেক যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলের মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি পালনের বিষয়টি প্রত্যেক নদী বন্দরে মনিটরিং করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বন্দর বিভাগের মাধ্যমে ৪৩৪ টি ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র ১১০ কোটি (প্রায়) টাকা রাজস্ব খাতে অর্জিত হয়। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত চিলমারী-ধুবড়ী নৌপথে ৩০ টি ট্রিপের মাধ্যমে ভূটানের পাথর বাংলাদেশে পরিবাহিত হয়েছে। PIWT&T এর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩০৩৯টি ট্রিপের মাধ্যমে বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা ২৭,২১,৫০৭ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ২০০টি নৌ-যান দ্বারা ২,০৬,৭০৯ মেট্রিক টনসহ মোট ২৯,২৮,২১৬ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে। ১৬ মার্চ'২০২১ তারিখে প্রথমবারের ম তো নৌপথে খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানী করা হয়েছে। মালবাহী নৌযানের রুট পারমিট এবং সময়সূচী প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত গত ১ বছরে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ২২৬.৩৩ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খনন করে সারাদেশে প্রায় ৩০৩ কিঃমিঃ নৌপথ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যাত্রী সাধারণের নিরাপদে পন্টুনের উপর দিয়ে যাতায়াত করে লঞ্চে উঠা-নামার জন্য ১৯২টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী পন্টুন মেরামত ও নতুনভাবে ১৭টি পন্টুন বিভিন্ন ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ২৫২৫.২৫ কিঃ মিঃ এবং উপকূলীয় নৌ-পথে ২১০০ বর্গ কিঃ মিঃ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৬৭ সালে সংগৃহীত কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকটি পূনর্বাসনের লক্ষ্যে জাহাজটি প্রথমবারের মত ডকিং করা হয়েছে এবং সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। "আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন র্নিমাণ ও স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫০টি বিশেষ ধরণের টার্মিনাল পন্টুন সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয় হয়েছে ২৪০ কোটি টাকা।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি ২৯ জুলাই ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অধীনস্থ সংস্থাসমূহের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন।

পরিকল্পনা বিভাগঃ

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/কার্যক্রম :

ক্রঃনং	কর্মকান্ডের বিষয়	এককসহ পরিমাণ
১।	ড্রেজিং।	▪ উন্নয়ন : ২২৬.৩৩ লক্ষ ঘনমিটার ▪ সংরক্ষণ ড্রেজিং : ২২০.৭৯ লক্ষ ঘনমিটার
২।	ড্রেজার সংশ্লিষ্ট আনুষগিক জলযান সংক্রান্ত	▪ ৫৯টি
৩।	খনন সহায়ক যন্ত্র (লংবুম এক্সাভেটর) সংগ্রহ	▪ ৯টি
৪।	নদী বন্দর ও ঘাটসমূহের উন্নয়ন ।	▪ ৪টি
৫।	ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন।	▪ ১৬২৫ জন ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীকে প্রশিক্ষণ
৬।	নৌ-পথে নৌ সহায়ক সামগ্রী স্থাপন	▪ ২৩২০১টি (LED Lantern, Steel Lighted Buoy, Spherical Buoy)
০৭।	পন্টুন সংগ্রহ (নির্মিত পন্টুন ও মেরামত পন্টুন)	▪ ৬০টি (৩০+৩০)
০৮।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরে (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে) নদী সীমানা পিলার নির্মাণ	▪ ৩০০০টি
০৯।	জোয়ার ভাটার গেজ উপাত্ত সরবরাহ	▪ ৫৩টি
১০।	ড্রেজার বেইজ নির্মাণ	▪ ২টি
১১।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরের উচ্ছেদকৃত স্থানে ওয়াকওয়ে নির্মাণ (Mos)	▪ ৪টি
১২।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরের উচ্ছেদকৃত স্থানে ইকোপার্ক নির্মাণ	▪ ১টি
১৩।	ঢাকার চারপাশের নদী তীরে জেটি নির্মাণ	▪ ৪টি
১৪।	কন্টোল স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএর বিকন স্টেশন আধুনিকরণ	▪ ৩টি
১৫।	নৌ-প্রটোকল রুটে মালবাহী জাহাজ চলাচলে ভয়েজ অনুমতি প্রদান	▪ ৪৮০৮টি

অর্থ বিভাগ:

২০২০-২১ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয় হয়েছে ২৪০ কোটি টাকা ।

বন্দর ও পরিবহন বিভাগঃ

বর্তমান সরকার দেশের নৌ-বন্দরগুলির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । দেশের নৌ-বন্দর সমূহে ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ, যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন, নৌ-নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান ও বন্দর সংলগ্ন নদীর তীরভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে । এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বিআইডিব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকল্প চলমান রয়েছে ।

- আশুগঞ্জে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন।
- নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ।
- পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়ন।
- বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২টি কার্গো টার্মিনাল (পানগাঁও ও আশুগঞ্জ) ও ৪টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল (শ্মশানঘাট, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর এবং বরিশাল) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ।

ঘাট/পয়েন্ট ইজারা সংক্রান্ত ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বন্দর বিভাগের মাধ্যমে ৪৩৪ টি ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন সমূহ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র ১১০ কোটি (প্রায়) টাকা রাজস্ব খাতে অর্জিত হয়।

উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ঢাকা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন মহামান্য হাইকোর্টের রীট পিটিশন নং-৩৫০৩/২০০৯ এর আদেশ অনুযায়ী ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে অবৈধ স্থাপনাসমূহ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উচ্ছেদের সার সংক্ষেপঃ

নদী বন্দরের নাম	উচ্ছেদকৃত স্থাপনা	উচ্ছেদকৃত তীরভূমি	নিলাম	জরিমানা
ঢাকা নদী বন্দর	৯৫২ টি	১২.৫০ একর	১৩,৭০,০০০/-	৫,০০০/-
নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর	৪৪০ টি	১১.০০ একর	------/-	-----/-
সর্বমোট	**১,৩৯২ টি**	**২৩.৫০ একর**	**১৩,৭০,০০০/-**	**৫,০০০/-**

মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি কর্তৃক
ঢাকা নদী বন্দর পরিদর্শন । উপস্থিত ছিলেন বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমোডর গোলাম সাদেক

নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক(নৌ-নিট্রা) শাখাঃ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ অভ্যন্তরীণ নৌপথে সারাদেশে প্রায় আট শতাধিক যাত্রিবাহী নৌযান বিআইডব্লিউটিএ হতে রুটপামিট, সময়সূচী নিয়ে চলাচল করে। এ সকল নৌযানে নিরাপদ নৌপরিবহন ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকল্পে বিআইডব্লিউটিএ'র নৌনিট্রা বিভাগ বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। নৌনিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ০১-০৭-২০২০ হতে অদ্যাবধি নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরুপ ঃ

১) যাত্রী সাধারণের নিরাপদ যাতায়াতের স্বার্থে গত ২০২০ সাল হতে ঢাকা-ইলিশা(বিশ্বরোড), ঢাকা-মুলাদী, দিবাভাবে লঞ্চ সার্ভিস বৃদ্ধি এবং ঢাকা-মজুচৌধুরীরহাট (লক্ষ্মীপুর) নৌপথে দিবাভাগে লঞ্চ সার্ভিস চালু করা হয়;

২) ২০২০ সালে কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন নৌপথে পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে যাত্রিবাহী নৌযানের অনুকূলে রুটপারমিট, সময়সূচি প্রদান করা হয় এবং যাত্রি সাধারণের নৌযানে উঠা-নামার জন্য ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান করা হয়;

৩) ঢাকা নদী বন্দর হতে চলাচলকারী কিছু লঞ্চের ই-টিকেটিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সকল লঞ্চের জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে ই-টিকেটিং কার্যক্রম চালু করার জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা ২০২১ সালের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে;

৪) যাত্রীদের লঞ্চে আরোহন-অবরোহন এবং বার্দিং সুবিধাদি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সদরঘাটে ঘাট বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে। পূর্বে সদরঘাট হতে ১৩টি পন্টুন দ্বারা আপরেশনাল কার্যক্রম চলে আসছিল। বর্তমানে সদরঘাট টার্মিনালে আরও ১২টি পন্টুন সংযোজন পূর্বক সর্বমোট ২১টি পন্টুন দ্বারা লঞ্চের ছাড়া-ভিড়া/আগমন-বহির্গমন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

৫) নৌ দুর্ঘটনা রোধকল্পে কালবৈশাখী মৌসুম, দুর্যোগকালীন সময়ে এবং বিভিন্ন উৎসবে নৌপথে চলাচলকৃত নৌযানের সাথে নদী বন্দরের যোগাযোগ ও মনিটরিং করার নিমিত্তে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী, চাঁদপুর নদী বন্দরে V.H.F যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;

৬) ঢাকা নদী বন্দর হতে চলাচলকারী লঞ্চসমূহের জন্য ঢাকা হতে মোক্তারপুর পর্যন্ত অংশের জন্য স্পীড লিমিট নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা নদী বন্দরের লঞ্চসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং স্পীড কন্ট্রোল করার জন্য নতুন টার্মিনাল ভবনের ছাদে একটি ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে;

৭) অভ্যন্তরীন নৌপথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের স্বার্থে সকল নদী বন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চঘাটগুলোতে পরিবহন পরিদর্শক, বার্দিং সারেং, ট্রাফিক সুপারভাইজার পদায়নের মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি নদী বন্দরে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌপুলিশের সহায়তায় কঠোর মনিটরিং করায় বর্তমানে দুর্ঘটনা প্রায় শুন্যের কোটায় নেমে এসেছে;

৮) সরকারী নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিবছরের ১৫ মার্চ হতে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে মৌসুমী অশান্ত উপকূলীয় নৌপথ সী-সার্ভে ব্যতীত (আংশিক উপকূলীয় চলাচলের ছাড়পত্র) সকল ধরণের যাত্রী নৌযানের রুটপারমিট/ সময়সূচী জারী বন্ধ রাখা হয়েছে। এসময়ে অবৈধ নৌযান চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নৌপুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে নদী পথে অবৈধ নৌযান চলাচল অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৯) অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণ যে কোন জরুরী প্রয়োজনে ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগের নিমিত্তে বিআইডব্লিউটিএ'র হট লাইন নম্বরঃ ১৬১১৩ খোলা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র পক্ষ হতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হট লাইন নম্বর ১৬১১৩ বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০)করোনা ভাইরাস (COVID-19) বিস্তার রোধ ও পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে লঞ্চের প্রত্যেক যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলের মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি পালনের বিষয়টি প্রত্যেক নদী বন্দরে মনিটরিং করা হচ্ছে।

বৈদেশিক পরিবহন শাখাঃ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারনের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির অনুসরণে ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWT&T)টি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ও নবায়নের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অদ্যবধি কার্যকর আছে । বিআইডব্লিউটিএ এর নৌ-নিট্রা বিভাগের বৈদেশিক পরিবহন শাখার মাধ্যমে PIWT&T এর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে ।

২০২০- ২০২১ অর্থ বছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১) বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWT&T) আওতায় বর্তমানে তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১৫টি । ২০২১ সালে নতুন তালিকাভুক্তির জন্য ২০টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন জমা পড়েছে যা চুড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

২) গত ২০-০৫-২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত PIWT&T-র 2nd Addendum to the Protocol এ নতুন ২টি রুট সোনামুড়া (ভারত)- দাউদকান্দি (বাংলাদেশ) ও এর বিপরীতমূখী রুট সংযুক্ত করা হয়েছে । এছাড়া উভয় দেশের ০৫টি করে মোট ১০টি নতুন Ports of Call ঘোষনা করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি দেশের বর্তমান Ports of Call এর সংখ্যা ১১টি করে অর্থাৎ সর্বমোট Ports of Call ২২টিতে উন্নিত হয়েছে । বর্ণিত 2nd Addendum এর মাধ্যমে PIWT&T আওতাধীন স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রটোকল রুট নং ৫-৬ আরিচা পর্যন্ত বর্ধিত করে পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং উক্ত নৌপথে পণ্য পরিবহন অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

৩) ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত নৌসচিব পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চিলমারী (বাংলাদেশ)-ধুবরী (ভারত) নৌপথে ভূটানের ষ্টোন চীপস পরিবহন চলমান রয়েছে । ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত চিলমারী-ধুবড়ী নৌপথে ৩০ টি ট্রিপের মাধ্যমে ভূটানের পাথর বাংলাদেশে পরিবাহিত হয়েছে।

৪) বিদ্যমান প্রটোকলের আওতায় আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌ-যানের বর্তমান অনুপাত ৯৩:০৭। PIWT&T এর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩০৩৯টি ট্রিপের মাধ্যমে বাংলাদেশী নৌ-যান দ্বারা ২৭,২১,৫০৭ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ২০০টি নৌ-যান দ্বারা ২,০৬,৭০৯ মেট্রিক টনসহ মোট ২৯,২৮,২১৬ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

৫) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৬ মার্চ'২০২১ তারিখে প্রথমবারের মতো নৌপথে খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানী করা হয়েছে।

৬) নবঘোষিত প্রটোকল রুট নং ৯ ও ১০ ব্যবহার করে গত ০৩/৯/২০২০ তারিখে ট্রায়াল রান হিসাবে বাংলাদেশী নৌযান দ্বারা ১০ মে:টন পণ্য (সিমেন্ট) ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রপ্তানী করা হয়েছে। এতদব্যতিত প্রটোকল রুট ৩ ও ৪ ব্যবহার করে জকিগঞ্জ হতে করিমগঞ্জে ১২৫ মেট্রিক টন সিমেন্ট রপ্তানী করা হয়েছে।

৭) বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কারিগরী কমিটি (JTC) কর্তৃক প্রটোকল রুট নং ৯ ও ১০ তথা দাউদকান্দি-সোনামুড়া এবং প্রটোকল রুট নং ৫ ও ৬ তথা আরিচা-রাজশাহী-গোদাগাড়ি-ধুলিয়ান রুটদ্বয় দ্রুত অপারেশনালের জন্য মার্চ, ২০২১ তারিখে যৌথ সার্ভে কাজ সম্পন্ন শেষে প্রতিবেদন স্বাক্ষরিত হয়।

৮) অপর একটি যৌথ কারিগরী কমিটি (JTC) গত ১০-১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখে ভারতের ব্যনারস, সাহেবগঞ্জ ও IWAI এর নবনির্মিত Multi Modal Termianl পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

(ক) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে একটি ভারতের কোলকাতায় বাংলাদেশী খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের লক্ষ্যে ১৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে নৌপথে প্রথম খাদ্য সামগ্রী বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানী করা হয়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি কর্তৃক ১৬-০৩-২০২১ খ্রিঃ নরসিংদীর পলাশে 'প্রাণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' এর জেটি থেকে প্রথমবারের মতো নৌপথে ভারতগামি খাদ্য পণ্যবাহি জাহাজের যাত্রার উদ্বোধন করেন ।

নৌপথে বাংলাদেশ হতে ভারতগামি খাদ্যপণ্য

(খ) অপরটি ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে নতুন প্রটোকল রুট দাউদকান্দি-সোনামুড়া ব্যবহার করে বাংলাদেশের উৎপাদিত সিমেন্ট ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রপ্তানী করা হয়।

সার্ভে ও উন্নয়ন শাখাঃ

৯.২। BIWTA Ordenance-1958 এর functions-15 (vii) অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌ পথে ট্রাফিক সার্ভে করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র ক্ষমতা। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত ১০টি নৌপথ ও নদী বন্দর ও-ডি/ট্রাফিক সার্ভে করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	নৌ পথের নাম	সার্ভের সময়	দপ্তর আদেশ ও তারিখ
১	দাউদকান্দি নদী বন্দরের আওতাধীন গোমতী নদী (দাউদকান্দি-কুমিল্লা-গোলাবাড়ী)	০৮/০৮/২০২০- ১৩/০৮/২০২০	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে
২	টঙ্গী নদী বন্দর(টঙ্গী, ইছাপুরা, আশুলিয়া)	১৭/০৯/২০২০- ২০/০৯/২০২০	১৪৮২/২০২০ ১৪/০৯/২০২০
৩	নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর নিয়ন্ত্রণাধীন মেঘনা ঘাট এবং দাউদকান্দি (নতুন ঘাট)	০৯/১০/২০২০- ১১/১০/২০২০	১৬৫৫/২০২০ ৩০/০৯/২০২০
৪	ঢাকা-ইলিশা-ঢাকা	২০/১১/২০২০- ০৮/১১/২০২০	১৮৯৮/২০২০ ০১/১১/২০২০
৫	ঢাকা-বরগুনা-ঢাকা	০৭/০১/২০২১- ১২/০১/২০২১	৩৫/২০২১ ০৭/০১/২০২১
৬	শিমুলিয়া(মাওয়া)-কাঠালবাড়ি-মাঝিকান্দি	২৯/০১/২০২১- ০১/০২/২০২১	১৯৬৯/২০২১ ২৭/০১/২০২১
৭	আরিচা-কাজিরহাট, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া	১১/০২/২০২১- ১৪/০২/২০২১	৩০১/২০২১ ০৯/০২/২০২১
৮	ঢাকা-রাঙ্গাবালী-ঢাকা ঢাকা-খেপুপাড়া-ঢাকা	০৩/০৩/২০২১- ০৬/০৩/২০২১	৪২০/২০২১ ২৮/০২/২০২১
৯	ঢকা-মুলাদী-ঢাকা	০৩/০৬/২০২১- ০৬/০৬/২০২১	৮৯০/২০২১ ০২/০৬/২০২১
১০	ঢাকা-হুলারহাট-ভান্ডারিয়া-ঢাকা	১৬/০৬/২০২১- ২০/০৬/২০২১	৯৯৮/২০২১ ১৬/০৬/২০২১

কার্গো সেলঃ

The Bangladesh Inland Water Transport (Time & Fare Table Approval) Rules, 1970 মোতাবেক বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক কেবলমাত্র যাত্রীবাহী লঞ্চের কোন ফি ছাড়াই রুটপারমিট/সময়সূচি প্রদান করা হতো। তবে যাত্রীবাহী লঞ্চ/নৌযান ব্যতীত অন্য কোন ধরনের নৌযানের রুটপারমিট দেয়ার বিধান ছিল না। সকল ধরনের নৌযানকে রুট পারমিট তথা আইনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে সরকার কর্তৃক বিধি/আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭০ সনের বিধি/আইন সংশোধনের নিমিত্তে সকল লঞ্চ মালিক/কার্গো মালিক প্রতিনিধি নিয়ে গত ১৮/০১/২০১৬, ১১/০৪/২০১৭ ও ২৩/১০/২০১৭ইং তারিখে মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩টি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিধিমালা প্রনয়ন করা হয়। উক্ত বিধিমালা চূড়ান্ত করে গত ১৭/১০/২০২১৯ ইং তারিখে "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯" গেজেট জারি করা হয়।

বিধিমালা ৩৬ এর আলোকে অভ্যন্তরীণ সকল নৌযানকে ১৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করনের প্রস্তাব করে গত ১৮/০১/২০২১ ইং তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত রুটপামিট ফি'র প্রস্তাব নিয়ে গত ০২/০২/২০২১ ইং তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নৌ পরিবহন অধিদপ্তর হতে যে ৫৫ ধরনের নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও সার্ভে সনদ প্রদান করা হয়, সেগুলোর ধরন অনুযায়ী নামের তালিকা সংযুক্ত করে ১২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে পুনরায় ০৮/০৪/২০২১ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পুনঃ প্রস্তাবের উপর গত ০৭ জুন ২০২১ ইং তারিখে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। রুটপারমিট ফি নির্ধারন বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়ন হবে।

প্রকৌশল বিভাগঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের তালিকাঃ

নিজস্ব কাজ

ক্রঃনং	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ব্যায়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
০১।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ঢাকা নদী বন্দরের নতুন লিফট স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১১৪.৭৫ লক্ষ টাকা
০২।	বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের ঢাকা নদী বন্দরের নতুন লিফট স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক	২৭.৬০ লক্ষ টাকা
০৩।	বাঅনৌপক, বরিশালস্থ চাঁদমারী মেডিকেল সেন্টারের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাংশে জরুরী সংস্কার ও নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৫.২১ লক্ষ টাকা
০৪।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন খানপুর গোডাউন এলাকায় অভ্যন্তরীণ ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন ও সংযোগসহ আুনষঙ্গিক কাজ।	২৯.৮৭লক্ষ টাকা
০৫।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন খানপুরস্থ ষ্টোর অফিস মেরামত কাজ।	১৯.৭০ লক্ষ টাকা
০৬।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন খানপুরস্থ গোডাউন এলাকার অভ্যন্তরীণ ভাগের সারফেজ ড্রেন সংস্কারকরন কাজ।	৭২.৪৮ লক্ষ টাকা
০৭।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন খানপুরস্থ গোডাউন এলাকায় অভ্যন্তরীণ সংযোগ রাস্তা নির্মান কাজ।	৯১.৯৯ লক্ষ টাকা
০৮।	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বাঘাবাড়ী নদী বন্দর এষ্টেটে গভীর নলকূপ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩৬.২৯ লক্ষ টাকা
০৯।	বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ ভবনের নিচতলায় ডেকোরেশন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও বিআইডব্লিউটিএ কর্ণার নির্মানসহ আনুষঙ্গিক	৩১.৯৮ লক্ষ টাকা
১০।	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০২ এর ছাদের উপর ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন কাজ।	৩১.৫০ লক্ষ টাকা
১১।	চাঁদপুর এষ্টেটের নবনির্মিত ব্যারাকের অবশিষ্ট অংশ নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২৯.৯৮ লক্ষ টাকা
১২।	নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের আওতাধীন খানপুর ড্রেজার বেইজ ঘাট এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২৯.৮৫ লক্ষ টাকা

জনস্বার্থে কাজ

ক্রঃনং	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ব্যায়িত অর্থ (কোটি টাকা)
১৩।	ঢাকা নদী বন্দরে লঞ্চের অলস বার্দিং এর জন্য ০৬(ছয়)টি পন্টুন স্থাপনের নিমিত্ত ২৪টি ৩০´´ ডায়ার স্পাড স্থাপন কাজ।	২১০.৬৬ লক্ষ টাকা
১৪।	কর্তৃপক্ষের ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন সিন্নিরটেক ল্যান্ডিং ষ্টেশন ভবন ব্যবহার উপযোগী ও ল্যান্ডিং সুবিধার বৃদ্ধির জন্য একটি আরসিসি সিঁড়ি ৩০´´ ডায়ার ২টি স্পাড একটি স্পাইরাল সিঁড়িসহ ল্যান্ডিং ষ্টেশন রেনোভেশন, পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক প্রটেকশনসহ পার্কিং ইয়ার্ড বর্ধিতকরন কাজ।	৯২.৪৬ লক্ষ টাকা
১৫।	বরিশাল নদী বন্দর (বিআইডব্লিউটিএ) এলাকাধীন সিটি মার্কেট ও বহুমুখী কাঁচাবাজার সংলগ্ন বিআরটিসি বাস টিকিট কাউন্টার হতে চর কাউয়া খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২৪.৭৫ লক্ষ টাকা

ক্রঃনং	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ব্যায়িত অর্থ (কোটি টাকা)
১৬।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন তুষখালী লঞ্চঘাটে যাত্রী বিশ্রামাগার নির্মান, গভীর নলকূপ স্থাপন ও সংযোগ সড়ক নির্মানসহ আনুষঙ্গিক	৪৯.৭৮ লক্ষ টাকা
১৭।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনাধীন লাহারহাট ও ভেদুরিয়া ফেরীঘাটের পার্কিং ইয়ার্ড মেরামত, ইলেকট্রিক পোষ্ট স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৮.৮৯ লক্ষ টাকা
১৮।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বানারীপাড়া উপজেলার উদয়কাঠী লঞ্চঘাট সংস্কার কাজ।	২২.১৬ লক্ষ টাকা
১৯।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বিশারিকাটি লঞ্চঘাটের সংযোগ সড়ক নির্মান ও জেটি বর্ধিতকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৪.২৩ লক্ষ টাকা
২০।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন চর দূর্গাপুর লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ ৫০´ ফুট জেটির বর্ধিত করন, ২টি ৩০´´ ডায়া এম.এস স্পাড স্থাপন ও এ্যাপ্রোচ রোড নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৩০.৩০ লক্ষ টাকা
২১।	বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন উজিরপুর লঞ্চঘাটের জেটি ও ০২(দুই)টি ২৪´´ ডায়া এম.এস স্পাড উত্তোলন করে পূনঃস্থাপনসহ অতিরিক্ত ০২টি ৩০´´ ডায়া এম.এস স্পাড স্থাপন এবং এ্যাপ্রোচ রোড নির্মানসহ	৪৭.৭৪ লক্ষ টাকা
২২।	চট্টগ্রামস্থ রাসমনি ঘাটে ষ্টীল ফ্রেম কাঠের জেটি ও সংযোগ সড়ক নির্মান কাজ।	১৩.৫৩ লক্ষ টাকা
২৩।	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন হাতিয়াস্থ নলছিড়া ঘাটে ষ্টীল ফ্রেম কাঠের জেটি নির্মান ও ২টি এম.এস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৪৪.৪৭ লক্ষ টাকা
২৪।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন খানপুরস্থ গোডাউনের মেইন গেইট হতে আরসিসি জেটি পর্যন্ত বিদ্যমান মেইন রাস্তাটি সংস্কারকরন কাজ।	২৪.৮৪ লক্ষ টাকা
২৫।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সিলেট জেলার সালুটিকর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকার ষ্টীল জেটি, ষ্টীল স্পাড ও সংযোগ সড়কসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৫০.৪০ লক্ষ টাকা
২৬।	মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার রমজানপুর ইউনিয়নের পালরদী নদীর তীরে ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মান কাজ এর জন্য অর্থ সংস্থান।	১৯৪.০৩ লক্ষ টাকা
২৭।	বাঅনৌপক, পটুয়াখালী নদী বন্দর টার্মিনাল ভবনে একটি মহিলা টয়লেটযুক্ত ব্রেস্ট ফিডিং কক্ষ পুনঃ সংস্কার, অপেক্ষমান যাত্রীদের জন্য চেয়র (এস.এস দ্বারা নির্মিত) পুনঃস্থাপন এবং প্রধান গেইট সংস্কার করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৩.৮৫ লক্ষ টাকা
২৮।	জরুরী ভিত্তিতে আরিচা ফেরীঘাটের লো-ওয়াটার স্টেজের উজান ও ভাটির দিকে জি.ও ব্যাগ ডাম্পিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৯.৯৮ লক্ষ টাকা
২৯।	ফরিদপুর সিএন্ডবি কার্গোঘাট এলাকায় সওজ রাস্তার পার্শ্বের টোল কমপ্লেক্স সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৭.৯৮ লক্ষ টাকা
৩০।	ফরিদপুর সিএন্ডবি কার্গোঘাট এলাকায় টোলঘর হতে ১নং জেটি পর্যন্ত বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্থ সংযোগ সড়ক সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৬৩.৬৯ লক্ষ টাকা
৩১।	ফরিদপুর সিএন্ডবি কার্গোঘাট এলাকায় ১নং জেটি হতে ৩নং জেটি পর্যন্ত ঐইই সংযোগ সড়ক সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৫৯.৫২ লক্ষ টাকা
৩২।	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন বদ্দারহাট লঞ্চঘাটে ষ্টীল জেটি ও ষ্টীল স্পাড সংস্কার কাজ।	৭১.৭৫ লক্ষ টাকা
৩৩।	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন আলুবাজার ফেরী টার্মিনাল পার্কিং ইয়ার্ডের পূর্ব পার্শ্ব পার্কিং ইয়ার্ডের অবশিষ্ট অংশ ভাঙ্গন প্রতিরোধক কাজ।	১৩.৮৮২ লক্ষ টাকা

ক্রঃনং	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ব্যায়িত অর্থ (কোটি টাকা)
৩৪।	ঢাকা নদী বন্দরের অধীনে সদরঘাট, ওয়াইজঘাট, লালকুঠি ঘাট ও উল্টিগঞ্জে স্পাড সংস্কার ও পুনঃস্থাপন কাজ।	৪০.২৫ লক্ষ টাকা
৩৫।	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০১ এ রিভার সাইট হতে উচ্ছেদকৃত দোকানের স্থান নানন্দিক করন কাজ।	৩০.০০ লক্ষ টাকা
৩৬।	ঢাকা নদী বন্দরের সোয়ারীঘাট এলাকায় একটি এক্স্যাভেটর বেইজ/রিভারঘাট বেইজ নির্মান কাজ।	৪.২০ লক্ষ টাকা
৩৭।	নৌ-দূর্ঘটনা রোধকল্পে ঢাকা নদী বন্দরের ওয়াইজঘাট (বিনাস্মৃতি ঘাট) সংলগ্ন খেয়াঘাটের জন্য জেটি ও স্পাড নির্মান কাজ।	৩৩.৮৩ লক্ষ টাকা
৩৮।	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার মৈনুট ঘাট ও ফরিদপুর জেলার চর ভদ্রাসন উপজেলার গোপালপুর নৌ-রুটে পদ্মা নদীতে মৈনুট ও গোপালপুর প্রান্তে সি-ট্রাকের জন্য উপযোগী করে ঘাট নির্মান কাজ।	৩৪.০০ লক্ষ টাকা
৩৯।	চরওমেদ লঞ্চঘাটে ষ্টীল জেটি ও ষ্টীল স্পাড নির্মানসহ স্থাপন কাজ।	৩৪.৯৭২ লক্ষ টাকা
৪০।	আবুপুর (কোদালপুর), লঞ্চঘাটে ষ্টীল জেটি ও ষ্টীল স্পাাড নির্মান কাজ।	৩৪.৯৯ লক্ষ টাকা
৪১।	বরিশাল নদী বন্দরে দোতলা লঞ্চঘাটে ১নং পন্টুনের পিছনে ২টি এম.এস স্পাড নির্মানসহ স্থাপন কাজ।	১৬.০০ লক্ষ টাকা
৪২।	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলাস্থ ঘোষেরহাট লঞ্চঘাটে ২টি এম.এস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৯.১৩৯ লক্ষ টাকা
৪৩।	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বাকেরগঞ্জ উপজেলার (বিশারিকাঠি) লঞ্চঘাটের ষ্টীল জেটি নির্মান ও ২টি স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২২.২৪ লক্ষ টাকা
৪৪।	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন কাউখালী লঞ্চঘাটে ষ্টীল জেটি পুনঃনির্মান ও ব্যাঙ্ক প্রটেকশন নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৪.৩৩২ লক্ষ টাকা
৪৫।	নোয়াখালী ভাষান চরে রোহিঙ্গা আশ্রয় কেন্দ্রে ষ্টীল ফ্রেম কাঠের জেটি নির্মানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১৩৭.০৯ লক্ষ টাকা

ইলিয়াছ আহমেদ চৌধুরী (কাঠালবাড়ী) ৫০০ মিটার উজানে বাংলা বাজার ফেরীঘাট, কাঠালবাড়ী, শিবচর, মাদারীপুর এলাকায় স্থানান্তরের নিমিত্ত সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

ভূমি উন্নয়ন কাজ, ৪টি হাই-ওয়াটার ও ৪টি লো-ওয়াটার ফেরীঘাট নির্মান, অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়ক, লঞ্চঘাট ৪টি ও ১টি স্পীডবোট ঘাট, সংযোগ সড়ক, ব্যাংক প্রটেকশন, লোকাল বাস ৭৩৯৬ বর্গমিটার, সি এন জি/মিনি ৯২০২ বর্গমিটার, বাস পার্কিং ইয়ার্ড (ফেরী পারাপার) ১৫২০০ বর্গমিটার, ট্রাক পার্কিং ইয়ার্ড ১০০০০ বর্গমিটার, কার/ছোট গাড়ি পার্কিং ইয়ার্ড ১৬১৮০ বর্গমিটার, সারফেস ড্রেইন, যাত্রী সেড ও টয়লেট কমপ্লেক্স, সেডেড ওয়াকওয়ে, অফিস ভবন, পুলিশ ব্যারাক, ভিআইপি বিশ্রাগামার, পাম্প হাউজ, পাওয়ার হাউজ ও ডিপটিউবয়েল, আরসিসি গাইড ওয়াল, ইলেকট্রিফিকেশন, কর্মচারীদের ডরমেটরী, টোলঘর ও রেকার সেড নির্মান সহ ইত্যাদি কাজ।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকৌশল বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ন কাজ	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
০১.	বালাশী ও বাহাদুরাবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।	জুলাই ২০১৭-জুন, ২০২১	ক) ড্রেজিং কাজ- ৩০.০০ লঃঘঃমিঃ । খ) বিভিন্ন স্থাপনাদি ও পার্কিং ইয়াড নির্মাণ- ৩৮৩৫.০০ বর্গমিটার ও ৩৩০০০.০০ বর্গমিটার । গ) ফেরিঘাট এলাকা প্রটেকশন- ৩২০০ বর্গমিটার । ঘ) জমি অধিগ্রহণ- (৮+৮) = ১৬ একর । ঙ) ভূমি উন্নয়ন- ২.৩৮ লক্ষ ঘনমিটার । চ) ফেরিঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষন। ছ) বাউন্ডারী ও ফেন্সিং নির্মাণ ও স্লোপ প্রটেকশন। জ) অভ্যন্তরীন রাস্তা, ফেরিঘাট এপ্রোচ, ড্রেনেজ সিষ্টেম, ডিভাইডার। ঝ) বৈদ্যুৎ ও পানি সরবরাহসহ অন্যান্য কাজ।	১০০%	৯৩.৯৭% (সাময়িক)
০২	“নগরবাড়ী এলাকায় বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ ”	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২	১) অধিগ্রহণকৃত ৩৬.০০ একর জমিতে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ২) আরসিসি জেটি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে; ৩) ব্যাংক রিভেটমেন্ট ষ্ট্রাকচার নির্মাণ বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে; ৪) কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জায়গায় বন্দর সংশ্লিষ্ট স্থাপনাদি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;	২৯.৫০%	২২.০৫%
০৩	“বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)”	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২	১) পণ্য ক্রয়ঃ ৬টি লংবুম এক্সকাভেটর সংগ্রহ করা হয়েছে । ২) পণ্য ক্রয়ঃ এক্সকাভেটর পরিচালনার জন্য ০৬টি পন্টুন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে । ৩) সীমানা পিলার নির্মাণঃ ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরে ৩৫০০ সীমানা পিলার নির্মাণ হয়েছে । ৪) ওয়াকওয়ে অন পাইলঃ ৩.৫ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে অন পাইল নির্মাণ হয়েছে। ৫) জেটি নির্মাণঃ ঢাকা নদী বন্দরের অধীনে ০৬টি জেটি নির্মাণ হয়েছে ।	২০%	৪০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ন কাজ	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
০৪	আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নদী বন্দর স্থাপন	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১	ক) ব্যক্তি মালিকানাধীন ২৫.৬০৫ একর এবং আশুগঞ্জ সারকারখানা ৬.১৭ একর জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে TATA Consulting Engineers Limited and DPC Group of Consultant JV (TCE & DPCG) কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখিলকৃত Inception Report টি চুড়ান্ত বিবেচিত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে Sub-Soil Investigation, Topography Survey and Bathymetric Survey সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Draft Detail Design Report, Draft Cost Estimate Ges Draft Contract/Tender Document দাখিল করেছে।	৫২.০১%	৫২.০১%
০৫	“ চাদঁপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ছিখটিয়া ব্রীজ হতে সূচীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উত্তরপাড়ে ওয়াকওয়ে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মান”	জুলাই ২০২০-জুন ২০২২	জমি অধিগ্রহনের টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর জমা প্রদান হয়েছে।		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ন কাজ	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
০৬	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকায়ন	জানুয়ারী ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২	১) কাজের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। ২) প্রকল্পটি এডিপি সম্পন্নের পর অনুমোদন হওয়ায় প্রকল্পের কোড বরাদ্দ ও থোক বরাদ্দ হতে ১১৩১.০০ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ হতে এডিপিতে অর্ন্তভূক্তি ও বরাদ্দের অনুমোদন ২০.১২.২০২০খ্রিঃ তারিখ পাওয়া গেছে। অর্থছাড় চেয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করা হয়েছে। ৩) প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগের জন্য গত ২৮.১২.২০২০ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩) প্রকল্পের আওতায় ড্রাইভার ও নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের আউটসোর্সিং সেবা ক্রয়ের নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ৪) প্রকল্পের আওতায় নদী শাসন/তীররক্ষা কাজটি ডিপোজিট পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড সাথে চূড়ান্ত MOU ০১.১২.২০২০ খ্রিঃ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উল্লেখ্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতিমধ্যে ডিজাইন ও নক্সার কাজ আরম্ভ করেছে। ৫) প্রকল্পের আওতায় আরসিসি সড়ক নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগকে পত্র প্রদানসহ নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। এছাড়া ইতিমধ্যে ডিজাইন ও নক্সার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ৬) প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহন কাজের জন্য ইতিমধ্যে সার্ভে প্রতিষ্ঠান	৪%	০.০৮%

ড্রেজিং বিভাগঃ

নৌপথ পুনরুদ্ধার ও খনন সংক্রান্তঃ

বাংলাদেশ সরকার নদী ও নৌপথ উন্নয়নে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নদী নাব্যতা রক্ষা, নদীর মাধ্যমে জলাধার সৃষ্টি ও নিরাপদ নদীপথ উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । বাংলাদেশে সড়কের পরিবর্তে নৌপথ ব্যবহার করে পণ্য ও কার্গো পরিবহনে প্রতিবছর ব্যয় সাশ্রয় হয় ৭৫০ কোটি টাকা, পক্ষান্তরে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নদীর নাব্যতা রক্ষা ও নিরাপদ নদীপথ উন্নয়নে প্রতিবছর ড্রেজিং বাবদ ব্যয় হয় প্রায় ৬০ কোটি টাকা । ব্যাপক খননের পরিকল্পনা হিসেবে সরকারের বর্তমান মেয়াদে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত গত ১ বছরে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ২২৬.৩৩ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খনন করে প্রায় ৩০৩ কিঃমিঃ নৌপথ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ।

বিআইডব্লিউটিএ এর ড্রেজার বহরে বর্তমানে ৪৫টি ড্রেজার রয়েছে যা দিয়ে বছরে প্রায় ৩৪৬ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা যায়। বিআইডব্লিউটিএ'র চলমান ৩৫ ড্রেজার প্রকল্পের আওতায় ২০২২ সালের মধ্যে আরও ১০টি ড্রেজার সংগৃহীত হবে । এর ফলে ২০২২ সালে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৫ । বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন ১০০টির ও বেশি ড্রেজার রয়েছে। বেসরকারি ড্রেজার সংখ্যাসহ বর্তমানে দেশের মোট ড্রেজিং সক্ষমতা বছরে প্রায় ৮০০ লক্ষ ঘন মিটার। অপরদিকে বিআইডব্লিউটিএ'র বার্ষিক ড্রেজিং চাহিদা প্রায় ১৬০০ লক্ষ ঘনমিটার অর্থাৎ বর্তমানে বার্ষিক ড্রেজিং ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৮০০ লক্ষ ঘনমিটার। প্রস্তাবিত ৩৫টি ড্রেজার সংগৃহীত হলে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার সংখ্যা ৮০ টিতে উন্নীত হয়ে বার্ষিক ড্রেজিং সক্ষমতা দাঁড়াবে ৬৭২ লক্ষ ঘন মিটার। এর ফলে বিআইডব্লিউটিএ'র বার্ষিক ড্রেজিং চাহিদার ৭০.০০% পূরণ করা সম্ভব হবে । খসড়া ড্রেজিং মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ১৭৮টি নৌপথ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩১৩টি নদী খনের জন্য নির্ধারিত রয়েছে । এছাড়া, খালসমূহ খননের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি কর্তৃক গত ৩১-১০-২০২০ খ্রিঃ
শেরপুর জেলার পুরাতন ব্রম্মপুত্র নদের ড্রেজিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন

সংরক্ষন খনন (মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং)

অভ্যন্তরীণ ফেরী/ নৌপথে সারা বছর ফেরী, লঞ্চ, কার্গো ইত্যাদি জাহাজ নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরেও সংরক্ষন খননের (মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং) আওতায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ন পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি, শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ি, লাহারহাট-ভেদুরিয়া, মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল, বরিশাল-পাতারহাট, বরিশাল-পটুয়াখালী-মির্জাগঞ্জ নৌপথ, ঢাকা-বরিশাল নৌপথ, হরিণা-আলুবাজার, বরিশাল-নাজিরহাট-লালমোহন, হিজলা, পটুয়াখালী-আমতলী, ভোলা-লক্ষীপুর, ভৈরব- ছাতক, বালাশী-বাহাদুরবাদ, ভাসানচর-চেয়ারম্যানঘাট ইত্যাদি ফেরী/ নৌ-পথে ড্রেজিং করা হচ্ছে । ২০২০-২১ অর্থ বছরে সংরক্ষন খননের আওতায় খননকৃত মাটির পরিমাণ ২২০.৭৯ লক্ষ ঘনমিটার ।

লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)		অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)		মোট অগ্রগতি (লক্ষ ঘনমিটার)
বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার	বেসরকারী ড্রেজার	
১০৮.৮০	১৩১.৮০	১০২.৫৬	১১৮.২৩	২২০.৭৯

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় নাব্য নৌ-পথের দৈর্ঘ্য

ক্রঃ নং	খনন এলাকা	নদীর নাম	খননকৃত দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)
১।	সিনধিয়া ঘাট ভাঙ্গা নৌ-পথ	কুমার	৩.৩৮
২।	হযরতপুর-জাবরা	ধলেশ্বরী	৪.৫৩
৩।	দাউদকান্দি-হোমনা-রামকৃষ্ণ নৌ-পথ	তিতাস নদী	৫.১৪
৪।	ভৈরব-কটিয়াদী	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	২.৮৩
৫।	দিলালপুর-চামড়াঘাট-নিকলি-নেত্রকোনা নৌ-পথ	বাউলাই ও মগরা	১৪.১১
৬।	চিত্রি-নবীনগর-গোকর্নঘাট-কুটিবাড়ি নৌ-পথ	মেঘনা, পাগলা, বুড়ি	৫.৮৫
৭।	ছাতক-ভোলাগঞ্জ	নতুন নদী	৪.২৩
৮।	চাঁদপুর-ইচুলী-হাজিগঞ্জ	ডাকাতিয়া নদী	২.১৩
৯।	খুলনা-নোয়াপাড়া	ভৈরব	৮.০৪
১০।	সিরাজগঞ্জ-পাবনা-নাটোর-দিনাজপুর	আত্রাই	৮.৭৫
১১।	টরকী-হোসনাবাদ-ফাঁসিয়াতলা	পালরদি	২.৬০
১২।	মেঘনা-লাঙ্গলবন্ধ নৌ-পথ	ব্রহ্মপুত্র	৫.৬০
১৩।	মোহনগঞ্জ হতে নালিতাবাড়ি নৌ-পথ	বোগাই কংস নদী	২২.৮৪
১৪।	দুধকুমার নৌ-পথ	দুধকুমার নদী	৫.৩৬
১৫।	সুনামগঞ্জ-ডুলুরা	চলতি নদী	৬.৫১
১৬।	টোক (কাপাশিয়া)-ময়মনসিংহ-জামালপুর-শেরপুর	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	৯৯.৪৭
১৭।	ঈশানিয়া (বোঁচাগঞ্জ)-ভান্ডারা (বিরল)	তুলাই	৯৮.১৮
১৮।	ভোলা লক্ষীপুর নৌ-পথ	মেঘনা নদী	২.৫৬
		মোট =	**৩০২.১১**

২০২০-২১ অর্থবছরে ড্রেজিং বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরে সংগৃহীত/নির্মিত
০১	"২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ"	▪ ১০টি সার্ভে এলুমিনিয়াম ওয়ার্কবোট ▪ ৪টি ওয়াটার কেরিং বার্জ ▪ ৫টি ওয়েলবার্জ ▪ নারায়ণগঞ্জে ১টি ও বরিশালে ১টি ড্রেজার বেইজ
০২	"১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার হাউজবোট, ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)"	▪ ০১টি স্পেশাল ইন্সপেকশন মাল্টিপারপাস ভেসেল (বিআইডব্লিউটিএ পরিদর্শী) ▪ ৪টি ক্রেনবোট ▪ ১টি টাগবোট ▪ ০২টি সেল্ফ প্রপেল্ড মাল্টিপারপাস বার্জ
০৩	"৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ"	▪ ০৯ টি লংবুম এক্সকেভেটর ▪ ১২ টি ফর্ক লিফট ▪ ০৯ টি পাইপ কেরিং ডাম্ব বার্জ ▪ ১২টি লংবুম এক্সকেভেটর পন্টুন ▪ ১১টি টার্মিনাল পন্টুন

নবনির্মিত ড্রেজার বেইজ (নারায়ণগঞ্জ)

নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ

নৌ-সওপ বিভাগে নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ ক্রয় :

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম
০১	আরসিসি পিসি পোল-২০০টি
০২	আরসিসি সিংকার-৩ টন-৩০টি
০৩	আরসিসি সিংকার-৫টন-৬০টি
০৪	১৭ শ্যাকল এস এল চেইন (৩০ এমএম ডায়া)
০৫	৬০ শ্যাকল এস এল চেইন (২৮ এমএম ডায়া)
০৬	স্কচলিট পেপার (লাল ও সবুজ)-৫০০ বর্গমিটার
০৭	এইচ মার্কা-৩০টি
০৮	ডায়মন্ড মার্কা-৫৬০টি
০৯	”ও” মার্কা-৫৬০টি
১০	”ক্রস” মার্কা-১৫০টি

পন্টুন সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	পন্টুন মেরামত	পন্টুন স্থাপন/প্রতিস্থাপন	মন্তব্য
১।	২০২০-২০২১	১৯২টি	১৭টি	যাত্রী সাধারণের নিরাপদে পন্টুনের উপর দিয়ে যাতায়াত করে লঞ্চে উঠা-নামার জন্য ১৯২টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী পন্টুন মেরামত ও নতুনভাবে ১৭টি পন্টুন বিভিন্ন ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক গত ১৪-১১-২০২০ তারিখ নোয়াখালি জেলার হাতিয়া উপজেলার বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ছোট দ্বীপ ভাসান চর সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ।

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগঃ

ভাসমান ডকঃ

- বাঅনৌপক ভাসমান ডকের হালনাগাদকৃত নীতিমালা ও মেরামতের রেট সিডিউল-২০২১ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- ১৯৬৭ সালে সংগৃহীত কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকটি পূনর্বাসনের লক্ষ্যে জাহাজটি প্রথমবারের মত ডকিং করা হয়েছে। এর আন্ডার ওয়াটার ও মেইন ডেকের ক্ষয়প্রাপ্ত প্লেট মেরিন প্লেট দ্বারা নবায়ন, পুরাতন ফিল্টার অপসারণ করে নতুন ফিল্টার স্থাপনসহ বিবিধ মেরামতসহ রংকরণ কাজ করে তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি. ০৮-১২-২০২০ ঢাকার শ্যামপুরে বিআইডব্লিউটিএ'র ভাসমান ডকে বিআইডব্লিউটিএ'র জাহাজ 'ধ্রুবতারা' এর আনডকিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

জাহাজ 'ধ্রুবতারা' এর আনডকিং কার্যক্রম

পন্টুন সংগ্রহঃ

- "আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন র্নিমাণ ও স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৫টি বিশেষ ধরণের টার্মিনাল পন্টুন (১০০´×৩২´×৭.৫´) ও ০৫টি বিশেষ ধরণের টার্মিনাল পন্টুন (১২০´×৩৫´×৭.৫´) সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন

- "২০২০-২১ অর্থবছরে এমএমই বিভাগের নৌস্থাপত্য শাখায় রাজস্ব বাজেটের আওতায় " সাধারণ ব্যয়" খাতের "মূলধনিক ব্যয় (পন্টুন)" খাতে ০১ (একটি) স্পীডবোট পন্টুন সংগ্রহ করা হয়েছে ।

খুচরা যন্ত্রাংশ জাহাজঃ

	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদঃ	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী	অগ্রগতি
	"প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিআইডব্লিউটিএ'র উদ্ধারকারী জলযানের জন্য হাইড্রোলিক ইঞ্জিনসহ অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ"	জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১	ক) কোরিয়ান EDCF এর অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএর জন্য সংগৃহীত ২টি ২৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযানের জন্য ১টি হাইড্রোলিক ইঞ্জিনসহ খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ; খ) উদ্ধারকারী জলযানে কর্মরত উদ্ধার সহায়ক ৮০ জন জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন (টিএপিপি মোতাবেক মোট ৩০ টি মডিউলঃ ডুবুরী ও ডেক সাইডে ৫০ জন এবং ইঞ্জিন সাইডে ৩০ জন কর্মীকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে)।	কোরিয়ান ঠিকাদারের সাথে ৩০-১১-২০২০ তারিখ চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে । চুক্তির মেয়াদ সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত রয়েছে। চুক্তির আওতায় ১টি হাইড্রোলিক ইঞ্জিনসহ খুচরা যন্ত্রাংশ জাহাজে পৌঁছেছে এবং ট্রেনিং বুকলেট এর খসড়া প্রেরণ করেছে।	বাস্তব-৭০%, আর্থিকঃ ৫৬%

হাইড্রোগ্রাফি বিভাগঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ২৫২৫.২৫ কিঃ মিঃ এবং উপকূলীয় নৌ-পথে ২১০০ বর্গ কিঃ মিঃ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

জরিপ শাখা ঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় নৌ-পথের যে সকল স্থানে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তার তালিকাঃ

১।	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়া ফেরীঘাট এলাকা
২।	শিমুলিয়া-বাংলাবাজার ফেরীরুট এলাকা
৩।	বরিশাল নদী বন্দর এলাকা
৪।	চাঁদপুর-শরীয়তপুর ফেরীঘাট এলাকা
৫।	সার্কুলার ওয়াটার ওয়েজ
৬।	গজারিয়াা ফেরীঘাট এলাকা
৭।	বদনাতলী ফেরীঘাট এলাকা
৮।	মজু চৌধুরীহাট হতে মতির হাট
৯।	মিয়ারচর ও উলানিয়া এলাকা
১০।	নারায়ণগঞ্জ হতে মুন্সিগঞ্জ এলাকা
১১।	সুলতানা কামাল ব্রীজ এলাকা
১২।	চাঁদপুর হতে মোহনগঞ্জ এলাকা
১৩।	মংলা-ঘাসিয়াখালী
১৪।	পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী নৌ-রুট
১৫।	আরিচা-কাজিরহাট ফেরী রুট এলাকা
১৬।	ভোলা-লক্ষীপুর ফেরী-রুট
১৭।	বরগুনা বন্দর ও এ্যাপ্রোচ চ্যানেল
১৮।	কলাকোপা হতে লাঙ্গলবন্দ এলাকা
১৯।	ঢাকা-ভান্ডারিয়া নৌ-রুট
২০।	শাওলা-মুলাদী-সাতহাজার বিঘা
২১।	চাঁদপুর-চৌকিঘাটা-হাতিয়া-সন্দ্বীপ-অথরিটি বয়া
২২।	পটুয়াখালী বন্দর হতে গলাচিপা লঞ্চ ঘাট এলাকা
২৩।	সিএন্ডবি ঘাট এলাকা
২৪।	ভৈরব-মিঠামইন নৌ-রুট
২৫।	মিরকাদিম, তালতলা ডহুরী এলাকা

(প্রস্তাবিত) ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কার্যক্রম	একক	পরিমাণ	সম্পাদিত কার্যক্রমের এলাকাসমূহ
১	২	৩	৫	৬
০২.	স্থাপনকৃত সীমানা পিলার	সংখ্যা	৩৫৯ টি	▪ গাবখান-ভারনী খাল-৭৫ টি ▪ ঘোষের হাট, ভোলা-৯৮ টি ▪ সন্দ্বীপ,চট্টগ্রাম-১৫৪ টি ▪ বংশী রিভার প্রকল্প-৩২টি
০৩.	স্থাপনকৃত সাইনবোর্ড	সংখ্যা	২৪ টি	▪ ঘোষের হাট, ভোলা-০৩ টি ▪ সন্দ্বীপ,চট্টগ্রাম-০২ টি ▪ বংশী রিভার প্রকল্প-০৪টি ▪ গাবখান-ভারনী খাল-০৫ টি ▪ কর্ণপাড়া কোন্ডা খাল-১০ টি

উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্যঃ ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ কর্তৃক ভোলা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাটে কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের সার সংক্ষেপঃ

তারিখ	উচ্ছেদকৃত স্থাপনা	উদ্ধারকৃত ভূমি	মন্তব্য
০৭/০২/২০২১ এবং ০৮/০২/২০২১	১৫টি	০.৭৮ একর	--

নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

বিআইডব্লিউটিএ'র অধীনে সারাদেশে ০৩ (তিন) টি নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে । এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন । পরবর্তীতে তারা দেশী-বিদেশী, ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের নৌযানে ডেক-ইঞ্জিন কর্মী হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করছেন । এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন ।

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়নগঞ্জ এর পরিচিতিঃ

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৭০ সালে "ডেক কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে যাত্রা শুরু করে । কেন্দ্রটি বৃটিশ ও ড্যানিশ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয় । অতঃপর কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্বভার নৌপরিবহনমন্ত্রণায়লের অধীনস্ত প্রতিষ্ঠান বিআইডব্লিউটিএ গ্রহণ করে । কেন্দ্রের মান উন্নয়নের জন্য ১৯৯৬ সালে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় মিশরীয় বিশেষজ্ঞদের তত্বাবধানে কেন্দ্রের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পাঠ্যক্রম এর মান ও stcw মডেল পাঠ্যক্রম সমপর্যায়ে উন্নিত করা হয়। অতঃপর ২০০৩ ইং সালে ডেক কর্মীর পাশাপাশি ইঞ্জিন কর্মীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু হওয়ায় কেন্দ্রের নাম "ডেক ও ইঞ্জিনকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলীঃ

ক) বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক নতুন ভবন নিমার্ণের জন্য আগত বিভিন্ন পরিদর্শকগণ কর্তৃক ডিইপিটিসি পরিদর্শন এবং নতুন ভবন নির্মানের জন্য সয়েল টেষ্ট, বেসিক ডিজাইন, ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে । বিডিং ডকুমেন্ট এপ্রুভাল পর্যায়ে রয়েছে।

খ) এক বছর মেয়াদী নৌ-শিক্ষানবিস ডেক ও ইঞ্জিন কোর্সে ২০২০ ইং সন হতে প্রতি বৎসর ১৫০ জন নৌ-শিক্ষানবিসকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ; যার মধ্যে ৭৫ জন ডেক শিক্ষানবিস ও ৭৫ জন ইঞ্জিন শিক্ষানবিস ।

গ) নৌযান কর্মী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা জুলাই-২০২০ হতে জুন -২০২১ ই পর্যন্ত প্রায় ১৫৫৮ জন।

ঘ) জুম এপ্স ব্যবহার করে মেরিন শিক্ষানবিশদের ভার্চুয়াল পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এসপিটিআই মাদারীপুরের পরিচিতিঃ

২০১৩ ইং সনে ১৫ জন ডেক এবং ১৫ জন ইঞ্জিন শিক্ষানবীশ নিয়ে চারটি টিনশেড ভবনে ০১ (এক) বছর মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এসপিটিআই মাদারীপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে এসপিটিআই উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি ছয় তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন, একটি চার তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন, অফিসার্স কোয়ার্টার, অফিসার্স ডরমেটরী, স্টাফ কোয়ার্টার, মসজিদ, অত্যাধুনিক জিমনেশিয়াম, সুইমিংপুল এবং ফায়ারফাইটিং ভবন নির্মান সহ প্রশিক্ষণ সরঞ্জমাদি ও ল্যাবরেটরী আধুনিকীসকরন করা হয়। ২০২০ সালের জুন মাসে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে ১৫ জন ডেক এবং ১৫ জন ইঞ্জিন প্রশিক্ষনার্থী এক বছর মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষন গ্রহন করছেন, যা ক্রমান্বয়ে ২০০ (দুইশত) তে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া করোনা মহামারীর কারনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সরকারী আদেশের প্রেক্ষিতে বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানটিতে প্রশিক্ষনার্থীদের স্বশরীরে প্রশিক্ষন কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও অনলাইনের মাধ্যমে যাবতীর তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০ (পঞ্চাশ) জন প্রশিক্ষণার্থী এক বছর মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহনের পাশাপাশি ৩৯ (উনচল্লিশ) জন বিভিন্ন ক্লাসের মাস্টার ও ড্রাইভারগন এক মাস মেয়াদী ইনসার্ভিস প্রস্তুতিমূলক কোর্স গ্রহন করেছেন।

২০২০-২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

এসপিটিআই, মাদারিপুর প্রতিষ্ঠানটিতে সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ০৮ (আট) টি সিসি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক ব্রডব্যাবড ইন্টারনেট সেবা সংযোজনের মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ সেবা চালূ করা হয়েছে। বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানে অনলাইনের মাধ্যমে ৮টি নিয়মিত কোর্স চলমান রয়েছে এবং এসটিসিডাব্লিউ অনুমোদিত আরো ০৮ (আট) টি বিভিন্ন মেয়দী কোর্স চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য নির্মিত প্রশিক্ষণ জাহাজ “টি,এস, ইলিয়াস আহম্মেদ চৌধুরী (দাদা ভাই)” এর নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষায় ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন ও গার্বেজ ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি স্থাপন সহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিইপিটিসি, বরিশাল এর পরিচিতিঃ

ডিইপিটিসি, বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০১২ ইং সনে ১৫ জন ডেক এবং ১৫ জন ইঞ্জিন মেরিন শিক্ষানবিশ নিয়ে কর্তৃপক্ষের বরিশালস্থ পুরাতন নৌ-কারখানায় একটি টিন শেড হোষ্টেল ভবন এবং একটি দোতলা প্রশাসনিক ভবন নিয়ে এক বছর মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে একটি দোতলা একাডেমিক ভবন একটি আংশিক দোতলা আবাসিক হোষ্টেল ভবন নির্মান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ সরঞ্জমাদি আধুনিকীকরন করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে একই সাথে একবছর মেয়াদী ৩০ জন মেরিন শিক্ষনবিশ এবং প্রায় ১০০ জন ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও অত্র কেন্দ্রে এসটিসিডব্লিউ এর বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক কোর্স চালু রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

ডিইপিটিসি বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অভ্যন্তরীণ ও কোস্টাল নৌ-যান কর্মীদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আস্থাশীল প্রতিষ্ঠান। যেকোন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অত্র প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীন নৌ-যান কর্মীদের স্বল্প খরচে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কেন্দ্রটিতে সার্বক্ষণিক ব্রডব্যাবড ইন্টারনেট সেবা সংযোজনের মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ সেবা চালূ করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ১২টি কোর্স চলমান রয়েছে। এক বছর মেয়াদী মেরিন এ্যাপ্রেন্টিস শীপ কোর্সে ৩০ জন ক্যাডেটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া করোনা মহামারীর কারনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সরকারী আদেশের প্রেক্ষিতে বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানটিতে প্রশিক্ষনার্থীদের স্বশরীরে প্রশিক্ষন কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও অনলাইনের মাধ্যমে যাবতীর তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ০১ মাস মেয়াদী ইনসার্ভিস পরীক্ষা প্রস্তুতীমূলক কোর্সে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯১ (একানব্বই) জন বিভিন্ন ক্লাসের নৌ-যান কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মেরিন শিক্ষানবিশদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ট্রেনিং শীপ এ্যারিস এর মাধ্যমে মাদারীপুর-বরিশাল-মাদারীপুর ভয়েজ করা হচ্ছে। কেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষায় ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন ও গার্বেজ ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি স্থাপন সহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণঃ

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ১৯ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ০১টি; ভারতীয় নমনীয় ঋণ (LoC) এর আওতায় ০১টি ও কোরিয়ান কারিগরি সহায়তায় ০১টি সহ মোট ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । ২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপির আওতায় উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দ রয়েছে ১০৮৭ কোটি ৮৩ লাখ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১০৫১ কোটি ৩০ লাখ টাকা যা বরাদ্দের শতকরা ৯৬.৬৯%। ২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৯টি প্রকল্প হতে ০৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২০-২১ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি (সাময়িক)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১।	বরিশাল বিভাগের নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়ন, পানি নিস্কাশনসহ জলাবদ্ধতা রোধ, সেচ ব্যবস্থা এবং ল্যান্ডিংসুবিধাদি প্রদানকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও মেইন টেনেন্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেব্রুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২০)।	জিওবি	৪১২.৭০	৩৬২.৯৭ (৮৭.৯৫%)	১০০%
২।	কন্ট্রোল স্টেশন ও মনিটরিং স্টেশনসহ তিনটি ডিজিপিএস বিকন স্টেশন আধুনিকরণ (জুলাই-২০১৬-জুন ২০২১), প্রস্তাবিত জুন ২০২২।	জিওবি	১৯৬৮.০০	১৭৯৪.৪৮ (৯১.১৮%)	৯২%
৩।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি নৌ-পথ) (জুলাই ২০১২-জুন ২০২২)	জিওবি	১৯২৩০০	১৩১৭০৫.৩৫ (৬৮.৪৯%)	৮৫%
৪।	২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২২)।	জিওবি	২০৮৭৯৯.৮৭	১৯৩৪৪৮.২৭ (৯২.৬৪%)	৯৮.৪০%
৫।	১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সহায়কসরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (জুলাই ২০১১ - জুন ২০২১) ।	জিওবি	৭৪৫৬০.২২	৭৩৩৩৩.৩৪ (৯৮.৩৫%)	১০০%
৬।	মংলা হতে চাঁদপুর- মাওয়া- গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২৫)।	জিওবি	৯৫৬০০	৫৭১৯৬.০৯ (৫৯.৮৪%)	৭০.৫২%
৭।	বালাশী বাহাদুরাবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ পর্যন্ত)।	জিওবি	১৪৫০২	১৩৬২৭.৮৩ (৯৩.৯৭%)	১০০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৮।	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)।	জিওবি	৫৫২৯৫	১২২১৮.৪৪ (২২.১০%)	৩২.২৫%
৯।	বুড়িগংগা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভুমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)।	জিওবি	৮৪৮৫৫	১২৮০৩.৫০ (১৫.০৯%)	৫৬%
১০।	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার (সেপ্টেম্বর ২০১৮-জুন ২০২৪)।	জিওবি	৪৩৭১০০	৩০৫৭৬.৬৮ (৬.৯৯%)	৯.১১%
১১।	৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (অক্টোবর ২০১৮-জুন ২০২৩)।	জিওবি	৪৪৮৯০৩.৪২	১০৭৫৭.৪০ (২.৪০%)	২.৬৫%
১২।	আনুষংগিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১)	জিওবি	১৬২৭১.১৮	১২৭৬২.০৮ (৭৮.৪৩%)	৯৭.৫০%
১৩।	অভ্যন্তরীণ ও উপকুলীয় নৌ-পথেন জন্য নৌ-সহায়ক যান্ত্রগাতি সংগ্রহ ও সংযোজন (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১) ।	জিওবি	৪৯৮৭.৭৫	৪৫৮৫.১১ (৯১.৯৩%)	১০০%
১৪।	ঢাকা-লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন (জানুয়ারী ২০২০-জুন ২০২২)।	জিওবি	৪৯৮৮	৪৮৬.৮১ (৯.৭২%)	২৩%
১৫।	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২৫)।	জিওবি ও বিশ্বব্যাংক	৩৩৪৯৪২ (৩০৫২৮০)	৫৮৭৯.৩১ (১.৭৬%)	২০.২৪%
১৬।	আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১)।	জিওবি	১২৯৩০০ (৪৩১০০)	৬৭৪৬৪.৪২ (৫২.১৮%)	৫৩.৭৬%
১৭।	চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ছিখটিয়া ব্রীজ হতে সূচীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উত্তরপাড়ে ওয়াকওয়ে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ (জুলাই ২০২০-জুন ২০২২)।	জিওবি	৪২৪৮.৩৭	১২৩৩.০৯ (২৯.০৩%)	২৯.০৪%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১৮।	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়ন (জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২)।	জিওবি	১৩৫১৭০	১২২.৪১ (০.০৯%)	৫%
১৯।	প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিআইডব্লিউটিএ'র উদ্ধারকারী জলযানের জন্য হাইড্রোলিক ইঞ্জিনসহ অন্যান্য খুচরা যান্ত্রাংশ সংগ্রহ। (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১) ।	কোরিয়ান ইডিসিএফ	৪১৭.৯৮ (২৫৩.৫০)	২৩৮.৭৮ (৫৭.১৩%)	৬০.০৪%

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২০-২১ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

বরিশাল বিভাগের নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়ন, পানি নিষ্কাশনসহ জলাবদ্ধতা রোধ, সেচ ব্যবস্থা এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদানকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ।	ফেব্রুয়ারী ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২০
১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১১ - জুন ২০২১
বালাশী বাহাদুরাবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১
অভ্যন্তরী ও উপকুলীয় নৌপথের জন্য নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংযোজন ।	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি'র উপস্থিতিতে ১৯-০১-২০২১ খ্রিঃ বরিশাল সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে "বরিশাল বিভাগের নদী সমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা হ্রাস, জলাভূমি বাস্তু পুনরুদ্ধার, সেচ ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি বৃদ্ধি করে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক সমীক্ষা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্বাক্ষরিত/-

(জনাব মুহাম্মদ আবু জাফর হাওলাদার)
পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ)
ফোনঃ ৯৫৬৪৬৩৪
ই-মেইলঃ dadmin@biwta.gov.bd